

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
কর্তৃপক্ষ
সমীপে**

003

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের শতীনগর থানা কেন্দ্রে ১৯৭০ সালে শতীনগর কলেজ স্থানীয় সুধীবৃন্দের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কলেজটির এ্যাফিলিয়েশন প্রদান করেন। এবং সে বছরই বোর্ড এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও আইএসসি খোলার অনুমতি প্রদান করেন। ১৯৭৩ সালে শতীনগর কলেজে বিএ ও বিক্রম ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এই ছাত্রছাত্রীদের মনসীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রদান করেন। এরপর থেকে হরগঙ্গা কলেজের মাধ্যমেই শতীনগর কলেজের ডিগ্রীর ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা দিয়ে আসছে। কিন্তু ১৯৮২ সালে হরগঙ্গা কলেজ সরকারী কলেজ হয়ে যাওয়ায় এ কলেজের মাধ্যমে শতীনগর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাই ১৯৮২ সালে ঢাকার সোহমা ওয়ার্ল্ড কলেজ ও চলতি বছর

(১৯৮০) ঢাকার শেখ বোরহান-উদ্দিন কলেজের মাধ্যমে শতীনগর কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে শতীনগর কলেজের ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন নেই। গত বছর ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন চেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ-সমূহের পরিদর্শক সাহেবের বরাবরে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শতীনগর কলেজকে ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হয়নি। অথচ একটি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী কলেজের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য শতীনগর কলেজের রয়েছে। কলেজের পরিবেশক, নিজস্ব জমি, ছাত্রাবাস, শিক্ষক নিবাস, ক্লাসরুম, প্রশাসনিক



জনমত

ভবন, আসবাবপত্র, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা, লাইব্রেরী, অর্ধবিল ইত্যাদি সবকিছুই একটি ডিগ্রী কলেজের উপযোগী। তাছাড়া মনসীগঞ্জ মহকুমার বেসরকারী কলেজের মধ্যে একমাত্র শতীনগর কলেজেই ডিগ্রী পড়ানো হয়। এব পরেও এ কলেজে ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন না পাওয়ার কোন কারণ আমাদের জানা নেই। অথচ এমন অনেক কলেজকে ইতিপূর্বে এ্যাফিলিয়েশন দেওয়া হয়েছে যেগুলির অবস্থা সব দিক থেকেই শতীনগর কলেজের চেয়ে খারাপ। এছাড়া, ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন পাওয়ার সকল পূর্বশর্ত শতীনগর কলেজ কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে প্রস্তুত আছেন। আগামী ১লা জুলাই শতীনগর থানা আপ-গ্রেডেড হচ্ছে। এর মধ্যেই শতীনগর কলেজকে ডিগ্রীর এ্যাফিলিয়েশন দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

জহুরুল আবেদীন
প্রাক্তন সহ-সভাপতি
ছাত্রসংসদ, শতীনগর কলেজ
শতীনগর, ঢাকা।